ওয়েষ্ট জোন পাওয়ার ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড
(ওজোপাডিকোলিঃ)
WEST ZONE POWER DISTRIBUTION COMPANY LIMITED (WZPDCL)

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর
ফোনঃ ০৪১-৮১১৫৭৪
ফ্যাক্স ঃ ০৪১-৭৩১৭৮৬

স্মারক নং- ২৭.২২.৪৭৮৫.০১০.২০.০০১.১৬.৩০৬
ইং

তারিখ- ৩১/০১/২০১৬

বিষয়ঃ মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি ঃ জনাব মোঃ শফিক উদ্দিন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওজোপাডিকো।

সভার তারিখ ঃ ২৬-০১-২০১৬ ইং।

সভার সময় ঃ সকাল ১২:০০ ঘটিকা।

সভার স্থানঃ ঃ সভাকক্ষ,ওজোপাডিকো, বিদ্যুৎ ভবন, বয়রা, খুলনা।

সভায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নির্বাহী পরিচালক (প্রকৌশল), নির্বাহী পরিচালক (অর্থ) ও প্রধান প্রকৌশলী (ও এন্ড এম, এস এন্ড ডি), তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প ও স সার্কেল, খুলনা, যশোর, ফরিদপুর, বরিশাল ও পটুয়াখালী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সিস্টেম প্রটেকশন), প্রকল্প পরিচালক, বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, উপ-মহাব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক), বিভিন্ন দপ্তর হতে আগত নির্বাহী প্রকৌশলীগণ এবং ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক) উপস্থিত ছিলেন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় কোম্পানীর সকল সার্কেল থেকে আগত কর্মকর্তাদেরকে সভায় অংশগ্রহণের জন্য শুভেচ্ছা জানান এবং উপ-মহাব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক) কে সভায় তথ্যাদি উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান।

উপ-মহাব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক) ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের জুলাই/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৫ পর্যন্ত সার্কেল ও ESU ভিত্তিক ৬ মাসের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন এবং ৬ মাসের অর্জিত কোম্পানীর সিস্টেম লস, সিবি রেশিও এবং সিআই রেশিও উপস্থাপন করেন। পরবর্তীতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় কোম্পানীর সিস্টেম লস কমানো, সিবি রেশিও ও সিআই রেশিও বৃদ্ধি ইত্যাদি বাণিজ্যিক কার্যক্রম সম্পর্কে সার্কেল ভিত্তিক আলোচনা করেন এবং দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। নিম্নে সভার আলোচনা, সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা হলো।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
(১) সভায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় মাসিক বিল, আদায়কৃত বিল, বকেয়া বিল এবং গ্রাহকের কথা জানতে চান। বিভিন্ন ট্যারিফের গ্রাহকের বিস্তারিত তথ্য নিয়ে আলোচনা করা হয়। গ্রাহকের তথ্য যত বিস্তারিত থাকবে গ্রাহক সনাক্তকরণের কাজ তত সহজ হবে।	গ্রাহকের তথ্য সর্বদা হালনাগাদ করতে হবে। প্রয়োজনে গ্রাহকের জাতীয় পরিচয়পত্রের নাম্বার ও মোবাইল নাম্বার মিটার রিডিং বই এ লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী, আবাসিক প্রকৌশলী, ওজোপাডিকো।

(২) সভায় বর্তমানে সর্বমোট গ্রাহক সংখ্যা কত জন এবং Active গ্রাহক কত জন তা নিয়ে আলোচনা হয়। নির্বাহী পরিচালক (অর্থ) মহোদয় বলেন বর্তমান মোট গ্রাহক সংখ্যা ৮,৮৬,৯২৯ কিন্তু বিলকৃত গ্রাহক সংখ্যা ৮,৬৭,১৬০ এবং এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য ১৯,৭৬৯ যা অত্যাধিক।	কোন ভাবেই কালেকশন গত অর্থ বছরের থেকে কম যেন না হয় সেভাবে পরিকল্পনা নিয়ে আদায় বাড়াতে হবে এবং সিস্টেম লস্ কমাতে হবে। গত অর্থবছরের তুলনায় বর্তমান অর্থ বছরে অর্জন সব দিক থেকে বেশী হতে হবে। অবিলকৃত গ্রাহক সংখ্যা পর্যবেক্ষণ করে কমানোর তাগিদ দেওয়া হয়।	সকল তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী,নির্বাহী প্রকৌশলী, আবাসিক প্রকৌশলী, ওজোপাডিকো।
(৩) সভায় বকেয়া বিদ্যুৎ বিলের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় জানান হয়, বিভিন্ন সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের নিকটই বকেয়া সবচেয়ে বেশী। মসজিদ, মন্দিরেই বকেয়া ১১ কোটি টাকার উপরে।	সভায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় জানান যে বকেয়া বিল আদায়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে এবং প্রয়োজনে লেজার বকেয়া টাকার পরিমান চলমান বিলের সাথে যোগ করে দিতে হবে। মসজিদ, মন্দিরের বকেয়া আদায়ের জন্য মসজিদ, মন্দির কমিটির মেম্বারদের নিয়ে আলোচনা করতে হবে। যে পর্যন্ত বিল দিতে আপত্তি নেই সেই পরিমাণ টাকা Part payment হিসাবে নিয়ে নিতে হবে। বাকি বিলের জন্য কমিটির মাধ্যমে তদন্ত করে বিল আদায় করতে হবে। কোন ভাবেই বকেয়া রাখা যাবে না। প্রতিটি সার্কেলে কমিটি করে বিল Revision করে Report জমা দিতে হবে। নির্বাহী পরিচালক (অর্থ) মহোদয় বলেন, বকেয়া টাকার পরিমান বিক্রিত বিদ্যুৎ হিসাবে দেখান হয়েছে Revision এর পর মওকুফ করা টাকা বাদ দিতে হবে।	সকল তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী,নির্বাহী প্রকৌশলী, আবাসিক প্রকৌশলী, ওজোপাডিকো।

(৪) সভায় খুলনা সার্কেলের বিষয়ে আলোচনা হয়। জানানো হয় গত অর্থ বছরের তুলনায় সিবি রেশিও কম অর্জিত হয়েছে। বর্তমান অর্থ বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত সাড়ে ৭ (সাত) কোটি টাকার উপরে বকেয়া অনাদায়ি রয়েছে। সভায় আরও জানানো হয়, মংলায় বসুন্ধরা গ্রুপের নিকট প্রচুর টাকা বকেয়া আছে।	সভায় সিদ্ধান্ত হয় বেসরকারী বড় বড় প্রতিষ্ঠানের বকেয়া আদায়ের জন্য তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এর সহায়তায় বকেয়া আদায় করতে হবে।	সকল তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী, আবাসিক প্রকৌশলী, মংলা, ওজোপাডিকো।
(৫) সভায় কোম্পানির সিস্টেম লস্ নিয়ে আলোচনা করা হয়। উপ-মহাব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক) মহোদয় জানান, খুলনা সার্কেলের ফুলতলায় সিস্টেম লস্ সবচেয়ে বেশী। সাতক্ষীরাতে ও সিস্টেম লস্ বেড়েছে। সভায় জানানো হয় সাতক্ষীরা, নড়াইল, মাগুরা পৌরসভা থেকে নিয়মিত বিল দেওয়া হয় না।	সরকারী প্রতিষ্ঠানের আদায় বাড়ানোর জন্য কোম্পানির সদর দপ্তর থেকে ব্যবস্থাপক (বানিজ্যিক) কে নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়। নিযুক্ত কর্মকর্তা সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে বকেয়া বিল আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহন করবেন এবং সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বিভাগীয় অফিসের সাথে লিয়াঁজো করে বকেয়া আদায়ে সহায়তা করবেন। যে সকল দপ্তরে সিস্টেম লস, সিবিরেশিও সিআই রেশিও লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত হয় নাই সে সকল দপ্তরসমূহকে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কঠোর নির্দেশ প্রদান করা হয়। অর্জন কোন ভাবেই পূর্বের বছরের তুলনায় কম হবে না এবং কোন কারনে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরূদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।	সকল তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী, ব্যবস্থাপক (বানিজ্যিক), আবাসিক প্রকৌশলী, ওজোপাডিকো।
(৬) সভায় জনবল সঙ্কটের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর মহোদয় জানান, সাতক্ষীরা তে কর্মকর্তা সঙ্কট। মাগুরাতে কম্পিউটার বিলিং এ মাত্র	ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় বলেন, সরাসরি জনবল নিয়োগ না দিয়ে Outsourcing এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগ দিয়ে প্রয়োজনীয় কম্পিউটার	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এবং নির্বাহী প্রকৌশলী, ওজোপাডিকো।

একজন লোক নিযুক্ত আছে। এ জন্য প্রতি মাসের MOD পেতে দেরি হয়।	বিলিং কাজ করতে হবে। সভায় একজন নিয়মিত লোককে কত বেতন দেওয়া হয় আর Outsourcing এর মাধ্যমে নিলে কত টাকা ব্যয় হবে তার একটা তুলনামূলক রিপোর্ট দিতে বলা হয়।	
(৭)সভায় উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণের অধীনস্ত দপ্তরসমূহ পরিদর্শন করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ নিয়মিত তাদের অধীনস্ত দপ্তরসমূহ পরিদর্শন করবেন এবং পরিদর্শন রিপোর্ট সদর দপ্তরে প্রেরণ করবেন।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণ, ওজোপাডিকো।
(৮) KPI লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে সিস্টেম লস ও সিবি রেশিও বিষয়ে আরোপিত লক্ষ্যমাত্রা থেকে পিছিয়ে থাকার বিষয়ে আলোচনা হয়।	ফিডার ভিত্তিক সিস্টেম লস্ কমাতে হবে। ফিডারের ইমপোর্ট, এক্সপোর্ট, সিস্টেম লস্, পাওয়ার ফ্যাক্টর প্রভৃতি সকল তথ্য তথা ফিডার ভিত্তিক MOD সদর দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।এনার্জি ব্যালান্স করে ফিডার ভিত্তিক ইমপোর্ট নিশ্চিত করে লক্ষমাত্রা অর্জন করতে হবে।	সকল দপ্তর প্রধান, ওজোপাডিকো।
(৯) সভায় মহেশপুরের ৩৩ কেভি লাইন চালু করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	সভায় জানানো হয় মহেশপুরের ৩৩ কেভি লাইনটি আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ACR এর মাধ্যমে চালু করতে হবে। লোড নেয়ার পর কোন Pin insulator ক্র্যাক করে কিনা তা দেখতে হবে এবং ক্র্যাক করলে নির্বাহী পরিচালক (প্রকৌশল) মহোদয়কে রিপোর্ট দিতে হবে।	দপ্তর প্রধান, মহেশপুর বিবিবি, ওজোপাডিকো।
(১০) সভায় ফরিদপুর ও পটুয়াখালী সার্কেলের সিস্টেম লস্ নিয়ে আলোচনা করা হয়। জানানো হয়, বোরহানুদ্দীরন, চরফ্যাশন, বরগুনার সিস্টেম লস্ বেশী। লাইন লস্ ই মূল কারন। এছাড়া REB এর লোড বৃদ্ধির	সভায় সিদ্ধান্ত হয়, কারিগরী লস্ কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ নিতে হবে। REB এর লোড বৃদ্ধির কারনে Technical লস্ বৃদ্ধি পাচ্ছে এই লস্ আনুপাতিক হারে	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর ও পটুয়াখালী, ওজোপাডিকো।

কারনেও লাইন লস্ বেড়ে গেছে।	REB এর উপর আরোপ করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের সাথে বসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।	
(১১) সভায় মন্ত্রণালয় থেকে জারীকৃত নিয়ন্ত্রণ কক্ষ গঠনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, মন্ত্রণালয় থেকে প্রেরিত নির্দেশনা অনুসারে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ গঠনের জন্য জরুরী ভাবে সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করতে বলা হয়।	সকল তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী, ESU প্রধান, ওজোপাডিকো।
(১২) সভায় PFC চার্জ এর বিষয়ে আলোচনা করা হয়। জানানো হয় গত মাসে PFC চার্জ দেওয়া হয়েছে ৬৫ লক্ষ টাকা।	সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সকল তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীকে ৩৩ কেভি ফিডারের তথ্য দিতে হবে। কোন কোন ফিডারের কারনে PFC চার্জ করা হচ্ছে তা নির্ধারন করতে হবে এবং সকল ১১ কেভি ফিডারে Capacitor Bank স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ওজোপাডিকো।

সভায় আলোচনার জন্য আর কোন বিষয় না থাকায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

৩১/১২/১৬

(প্রকৌঃ মোঃ হাসান আলী তালুকদার)
প্রধান প্রকৌশলী
ও এন্ড এম, এস এন্ড ডি
ওজোপাডিকোলিঃ, খুলনা।

অনুলিপিঃ

১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওজোপাডিকো, খুলনা।
২। নির্বাহী পরিচালক (প্রকৌশল/ অর্থ), ওজোপাডিকো, খুলনা।
৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প ও স সার্কেল, ওজোপাডিকো, খুলনা/ যশোর/ফরিদপুর/ কুষ্টিয়া/ বরিশাল/ পটুয়াখালী।
৪। উপ-মহাব্যবস্থাপক / ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক), ওজোপাডিকো, খুলনা।
৫। প্রকল্প পরিচালক, বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, ওজোপাডিকো, খুলনা।
৬। নির্বাহী প্রকৌশলী (এমআইএস/ কারিগরী), ওজোপাডিকো, খুলনা।
৭। দপ্তর নথি।